খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ
প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র
খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue-1 ● Bardhaman ● 15 June, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● বাংলায় সবুজ ঝড়। দিদির তীরে বিদ্ধ মোদী ! কুপোকাত বিজেপি। তৃণমূলের জয়জয়কার সর্বত্র। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে মোক্ষম জবাব দিল বাংলার মানুষ। দুর্নীতির ধুয়ো তুলে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টার বিরুদ্ধে মানুষের রায় স্পষ্ট।

● দল জিতেছে বলে নিজেকে বড় কেউ কেটা ভাববেন না। বিনয়ী হন, ঠান্ডা মাথায় মানুষের কথা শুনুন। মানুষের রায়কে সম্মান দিন। ঔদ্ধত্য দেখাবেন না,ঔদ্ধত্য কিন্তু মানুষ পছন্দ করে না।

● সাইবার জালিয়াতি থেকে সাবধান। ফ্রি রিচার্জের লোভে অজানা কোনো লিঙ্কে ক্লিক করবেন না। খোয়া যেতে পারে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ। প্রতারণা চক্রের ফাঁদে পা দেবেন না।

● 'রাম রাজ্যেই' মুখ থুবড়ে পড়ল বিজেপি। অযোধ্যাতেই হেরে গেল বিজেপি।কাজে এল না মোদীর হিন্দুত্বের তাস। ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে মোক্ষম জবাব দিল উত্তরপ্রদেশের মানুষ।

● চারশো পার তো দূরের কথা, এককভাবে সরকার গঠনের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না বিজেপি। নাইডু আর নীতিশের কাঁধে ভর করে সরকার গড়ল বিজেপি।

● ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

● এক্সিট পোল নয়,শেষ কথা বলে মানুষ,তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। এক্সিট পোলের নামে বন্ধ হোক মানুষকে বিভ্রান্ত করা, চাইছেন অনেকেই।

● হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ৭৬ হাজার ৮৫৩ ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

● বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে হারিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

● সারা দেশেই মুখ থুবড়ে পড়ল মোদী ঝড়। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। এনডিএ'র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ইন্ডিয়া। যেকোনো সময় উল্টে যেতে পারে পাশার দান!

● রবীন্দ্র-নজরুলের সম্প্রীতির বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোনো স্থান নেই, সেটা আরও একবার গণতান্ত্রিক ভাবে বুঝিয়ে দিল বাংলার

(এরপর চারের পাতায়)

হুগলিতে শুকিয়ে গেল পদ্ম, লকেটকে ধরাশায়ী করে শেষ হাসি হাসল রচনা

ইসরাইল মল্লিক - লোকসভা ভোটের ফলাফল আবারও প্রমাণ করে দিল বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনগণ মমতা ব্যানার্জির সাথেই আছে। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও কুৎসার বিরুদ্ধে ইভিএমে যোগ্য জবাব দিল মানুষ। সারা বাংলা জুড়ে সবুজ ঝড়ের দাপটে একেবারে লন্ডভন্ড গেরুয়া শিবির। বাংলার জনগণ বিজেপিকে আঠারো থেকে একেবারে বারোতে নামিয়ে দিল। রবীন্দ্র-নজরুলের সম্প্রীতির বাংলায় বিভেদের কোনো স্থান নেই,তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল বাংলার মানুষ। এবারের নির্বাচনে রাজ্যের নজরকাড়া কেন্দ্র ছিল হুগলি। টলিউডের জনপ্রিয় দুই অভিনেত্রী রচনা ও লকেটের মধ্যে কে জেতে সেটা দেখার জন্যই সবার নজর ছিল হুগলিতে। একদম টানটান উত্তেজনা। কি হয় কি হয় ভাব। ভোট যত এগিয়ে এসেছে উত্তেজনার পারদ তত বেড়েছে। তৃণমূল তাদের হারানো গড় পুনরুদ্ধার করতে পারে কি না সেটা দেখার জন্যই সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিল। আর ৪ তারিখ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সবুজ আবিরে ঢেকে গেল বাংলার আকাশে বাতাস। সবুজ ঝড়ে শুকিয়ে গেল পদ্ম,মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ঘাসফুল। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে ধরাশায়ী করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করল তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি। তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি, রণকৌশল এবং লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো জনমুখী প্রকল্পের কাছে ফেটে গেল বিজেপির ফানুস। হুগলি পুনরুদ্ধার করে বিজেপিকে মোক্ষম জবাব দিল তৃণমূল। চুঁচুড়া,বলাগড় এবং সপ্তগ্রামে এগিয়ে থাকলেও শেষ রক্ষা করতে পারল না লকেট। জনসংযোগের অভাব,প্রবল ঔদ্ধত্য, সাংগঠনিক দুর্বলতা,গোষ্ঠী কোন্দল এবং দলীয় কর্মীদের গুরুত্ব না দেওয়া লকেটের হারের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করছেন। অন্যদিকে চুঁচুড়া, বলাগড় এবং সপ্তগ্রামে পিছিয়ে পড়লেও সিঙ্গুর, চন্দননগর,পান্ডুয়া এবং ধনেখালি জিতিয়ে দিল রচনাকে। ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ এবং ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে কেবলমাত্র ধনেখালি থেকেই ৪১ হাজার ৮৮০ ভোটে লিড পেল রচনা। সিঙ্গুর থেকে ১৮৮২৬ ভোটে,পান্ডুয়া থেকে ২৫৭৮৬ ভোটে,চন্দননগর থেকে ৬৪৬৪ ভোটে লিড পেল রচনা। এছাড়াও পোস্টাল ব্যালটে লকেটের থেকে ৬০০ ভোটে এগিয়ে রচনা। যদিও চুঁচুড়া,বলাগড় এবং সপ্তগ্রাম বিধানসভায় তৃণমূল পিছিয়ে বিজেপির থেকে। চুঁচুড়ায় ৮২৬৪ ভোটে, বলাগড়ে ৫৯৪৭ ভোটে এবং সপ্তগ্রামে ২৪৯২ ভোটে রচনা পিছিয়ে লকেটের থেকে। সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ রক্ষা হল না লকেটের। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে ৭৬৮৫৩ ভোটে পরাজিত করে জয়ী হল রাজনীতিতে নবাগত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হুগলিতে ঘাসফুল ফোটানোর অন্যতম কান্ডারী ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। জনসংযোগে অসীমা পাত্রের জুড়ি মেলা ভার। ভোট ঘোষণার পর থেকে প্রায় দুমাস এই প্রচন্ড গরমে যেভাবে তিনি রচনাকে সঙ্গে নিয়ে হুগলির ৭ টি বিধানসভা এলাকা চষে বেড়িয়েছেন বলা যায় তারই ফসল ঘরে তুললো তৃণমূল। বিজেপিকে পর্যদুস্ত করে হারানো গড় পুনরুদ্ধার করল তৃণমূল।পদ্ম কাঁটা সরিয়ে হুগলিতে ফুটলো ঘাসফুল। লকেটকে বিপুল ভোটে হারিয়ে শেষ হাসি হাসল রচনা।

তৃণমূল কংগ্রেসের ধনেখালির চাণক্য সৌমেন ঘোষ

ইসরাইল মল্লিক - সদ্য প্রকাশিত হয়েছে লোকসভা ভোটের ফলাফল। পদ্ম কাঁটা সরিয়ে আবারও হুগলিতে ফুটেছে ঘাসফুল। বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জিকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে তৃণমূল প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি। হুগলির ৭ টি বিধানসভার মধ্যে ধনেখালি থেকে সর্বোচ্চ ভোটে লিড পেয়েছে রচনা ব্যানার্জি। ধনেখালি থেকে ৪১ হাজার ৮৮০ ভোটে লিড পেয়েছে রচনা। আর এর পুরোটাই সম্ভব হয়েছে ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষের সুদক্ষ রণকৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতায়।

ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ অতি পরিচিত মুখ। সকলের কাছে পরিচিত পটলদা হিসেবে। শুধু তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের কাছেই প্রিয় নয়, বিরোধীদের অনেকের সঙ্গেই খুব ভালো সম্পর্ক। রাজনীতির বাইরে সকলের সঙ্গে সামাজিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট তিনি। তার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে মানুষকে তিনি ফেরান না,বরং বিচার না করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন সাহায্য করার। ধীর স্থির ঠান্ডা মাথার মানুষ। সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সর্বদাই তিনি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর তার সুদক্ষ রণকৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরেই ধনেখালিতে শুকিয়ে গেল পদ্ম, বাড়লো ঘাসফুল। এক কথায় বলা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধনেখালির চাণক্য পটলদা ওরফে সৌমেন ঘোষ।

বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৫৭২ ভোটে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ডাক্তা শর্মিলা সরকার।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue-1 ● 15 June, 2024

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। এক বছর আগে আজকের দিনেই ১৫ জুন,২০২৩ শুরু হয়েছিল খবর সোজাসুজি'র পথ চলা। চরাই উৎরাই পেরিয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে আজ আমরা দ্বিতীয় বর্ষে পা রেখেছি। চলার পথটা খুব একটা যে মসৃণ ছিল তা বলবো না। খবর পছন্দ না হলে অনেক সময়েই পত্রিকা দপ্তরে এসেছে হুমকি ফোন। কিন্তু কোনো শক্তির কাছে আমরা মাথানত করিনি। সংবাদ মাধ্যম তো সমাজের দর্পণ। সাংবাদিকদের কাজই তো সত্যকে সামনে নিয়ে আসা, এলাকার উন্নয়ন,অনুন্নয়ন, মানুষের চাওয়া পাওয়া,সুখ দুঃখ,সমস্যার কথা তুলে ধরা। আর এ কাজ করার ফলে যদি কারো খারাপ লাগে তাহলে তো আমাদের কিছু করার নেই। আমরা তো কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নই,আমরা জনগণের পক্ষে। আগামী দিনেও আমরা চোখে চোখ রেখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে কথা বলে যাব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে আমাদের কলম চলবে। চলার পথে কোনো হুমকি বা চোখ রাঙানির কাছে আমাদের কলম কখনো থেমে যায় নি, ভবিষ্যতেও থামবে না। ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে মেরুদন্ড সোজা রেখে সোজা পথেই এগিয়ে চলেছি আমরা। চলার পথে যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন নীতি আদর্শে অবিচল থেকে সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আপোষের কোনো জায়গা নেই। সত্যের পথে আমরা অবিচল। আমরা জলকে জল বলতে পছন্দ করি। আমরা খবর ছাপি, চাপি না। আমরা সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বলতেই পছন্দ করি। শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কলম গর্জে উঠবে। ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। খবর সোজাসুজি'র সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা যেভাবে আমাদের পাশে আছেন আগামী দিনেও সেভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন এই আশা রাখি।

সোজাসুজি জবাব

সুফল ঘোষ

মুই যাবক না কাট কুড়াতে
বাবুদের বাগানে।
ও বাগানে বাঘ ভালুক থাকে
একা পেলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ডর লাগে ছোট বাবুকে দেখলে,
ডাকে আমায় ঈশারাতে।
আয় কমলি, কাট দেব তোকে,
টাকা দেব কিনবি শাড়ি।

না বাবু, টাকার দরকার লাই
মমতা দিদি বারশো টাকা
দিচ্ছে প্রতিমাসে,ওতেই হবেক।
তোকে পাকা ঘর করে দেব,
আর লোভ দেখাসনি বাবু
তুয়ার টাকায় ঘর করলে,
আমার ইজ্জত যাবেক তোর কাছে।

অভিষেকদাদা বেশি ভোট পেয়েছে,
আমাদের পাকা ঘর বানাই দিবে।
মোদীবাবু উজ্জ্বলা গ্যাস দিয়েছে,
ভাত কাপড়ের অভাব হবেক না।
আর আসব না বাবু তোর বাগানে,
এবারের মত ক্ষেমা ঘেন্না দেনা কেনে।
যা শালি ভাগ বাগান থেকে,
পেন্নাম হই,যাচ্ছি বাবু তোর কাছ হতে দূরে।

সোজাসুজি এক-এ

পার্থ পাল

যেকোনো বড় উদ্যোগের সূচনায় বুকের বল লাগে। কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখতে, সমৃদ্ধতর করতে লাগে ধৈর্য্য, ত্যাগ আর নিরন্তর পরিশ্রম। একটি সদ্যোজাত শিশুকে বুকে আগলে এক বছরের করে তোলার সমতুল যত্নে একটি স্থানীয় পাক্ষিক সংবাদপত্রকে সর্বজনপ্রিয় করার জন্য নবীন সম্পাদককে কুর্নিশ।

গতবছর পনেরোই জুন জন্ম হয়েছিল 'খবর সোজাসুজি' পাক্ষিক সংবাদপত্রের। জামালপুর ও ধনিয়াখালি ব্লকের দুই বিশিষ্ট মানুষ - জনাব মেহেমুদ খান এবং মাননীয় সৌমেন ঘোষের শুভেচ্ছা বার্তাকে পাথেয় করে পথ চলা শুরু হয়েছিল তার। সেই সদ্যোজাত পাক্ষিকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় একটি খবরের শিরোনাম ছিল - 'খানপুরে কানানদীর উপর লকগেটের পুনর্নির্মানের কাজ শুরু হল'। আজ সেই লকগেট সম্পূর্ণ। এভাবেই প্রাসঙ্গিকতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলেছে পাক্ষিকটি। মূলত জামালপুর ও ধনিয়াখালিকেন্দ্রিক

খবর থাকলেও রাজ্যের অন্য জেলার খবরও মাঝে মাঝে উঁকি দেয় এখানে। যদিও পাঠকের মূল আগ্রহ স্থানীয় খবরেই। জেলা, রাজ্য দেশ-বিদেশের খবরের জন্য বড় বড় দৈনিক ও নিউজ চ্যানেল তো আছেই। কিন্তু ২৩ নম্বর রাস্তার ধারের মৃত অথচ দন্ডায়মান গাছগুলি থেকে বিপদের খবর কে করবে? 'কলেজ কিস্কু' গুড়াপের বীরপুরে লটারি টাকায় তারামায়ের মন্দির গড়ছেন সে খবর জানাবে কে? গুড়াপের হাইরোডে সেনাবাহিনীর অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার আপডেট দিয়েছিল কোন সংবাদপত্র? গুড়াপ হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক হারাধন দাস টাকিপুর মোড়ে বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা গেলেন। সেই মর্মান্তিক খবর ছবিসমেত স্থানীয় মানুষ জেনেছিল কোথা থেকে? পলাশী হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত গুড়াপ বইমেলার উদ্বোধন ও কবিসম্মেলনের সচিত্র,তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ জানিয়েছিল কোন পাক্ষিক? এমন প্রশ্ন অনেক হলেও উত্তর একটাই - 'খবর সোজাসুজি'।

খবরের কাগজ রাজনীতি বর্জিত হতে পারে না। এই পাক্ষিকটিতেও রাজনীতি সম্পর্কিত বহু খবর থাকে। কিন্তু কোন বড় সমালোচকও প্রমাণসমেত বলতে পারবেন না যে, এটি পক্ষপাতদুষ্ট। এখানে অসীমা পাত্র, সৌমেন ঘোষ, মেহেমুদ খানের সঙ্গে সমান গুরুত্বে খবরে থাকেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, নওসাদ সিদ্দিকী, মনোদীপ ঘোষেরা। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলাতেও এখন মানসিক হিম্মত লাগে। যা সম্পাদকের পুরো মাত্রায় আছে।

তবে এ পাক্ষিকের অন্যতম সম্পদ এর সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি। সেখানে প্রতি সংখ্যায় থাকে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয়। সেই সঙ্গে থাকে প্রবন্ধ ও ছড়া - কবিতা। মাননীয় চঞ্চল সিংহরায় ও বিশ্বরঞ্জন গোস্বামীর লেখা প্রবন্ধগুলি যেকোনো বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য। ছড়া অংশে মাতিয়ে রাখেন বিশিষ্ট ছড়াকার বিজন দাস, বিজন গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর দত্ত এবং দীপঙ্কর বৈদ্যের মতো স্বনামধন্যরা। এমন আরও নতুন নতুন ছড়া ও প্রবন্ধকার পাঠকের সামনে আসুক 'খবর সোজাসুজি - ব মাধ্যমে। সেই সঙ্গে উঠে আসুক সেই সব জীবন সংগ্রামীদের কথা যাঁরা বিভিন্ন বাধাকে সুযোগে পরিবর্তন করে এগিয়ে চলেছেন জীবনপথে। যেমন খবরে এসেছে জাঙ্গিপাড়ার ফুটবলার গৃহবধূ কবিতা সরেনের সাফল্যগাথা। একই ভাবে হরিপালের বিকাশ প্রতিহার ও রিন্টু মালিকের ফুটবল প্রতিভার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক বিদ্যুৎ ভৌমিক।

'খবর সোজাসুজি'-র প্রথম উৎসব সংখ্যাটির কথা ফিরেছে মানুষের মুখেমুখে। আটটি ছোটগল্প, তিনটি অনুগল্প, চারটি প্রবন্ধ ও ঊনচল্লিশটি কবিতা-ছড়া নিয়ে বিয়াল্লিশ পাতার পত্রিকাটি অনেকেই কাছেই সংরক্ষণযোগ্য মূল্যবান সংগ্রহ।

বসন্তকালীন সেলফি প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল এই পাক্ষিকটি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এর পাঠকেরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শেষমেশ সেরা হয়েছিলেন তারকেশ্বরের দিয়া মজুমদার। এমন মজাদার প্রতিযোগিতা সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা কে বাড়িয়ে দেয় অনেকটা।

এবং তাই হয়েছে। মাত্র দু টাকা মূল্যে চারপাতার এই খবর-ক্যাপসুল সস্তায় অতিপুষ্টিকর খাদ্যের মতোই জনপ্রিয় হয়েছে। মানুষের আড্ডামহলে ঘুরপাক খেয়েছে 'খবর সোজাসুজি'। মানুষের আরও ভালোবাসা পেলে এ পাক্ষিক রঙিন ও আরও বেশি পাতার হবে - এ আশা করাই যায়। এই কলমের পক্ষ থেকে পত্রিকার জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। চরৈবেতি.....

লালমাথা কালো দোচারা পাখি ফুলের মধুও খায় !

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

সম্প্রতি পরিবেশবিদেরা লাল মাথা দোচারা বা রেড নেপড আইবিস পাখির খাদ্যাভ্যাসের আচরণ ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছেন। গবেষণা থেকে জানা গেছে এই অঞ্চলের অন্যান্য আইবিসের থেকে এই প্রজাতিটি ভিন্ন, এটি জলের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়, অথচ আগে তাই ধারনা ছিল। এখন বরং এদের প্রায়শই জল থেকে অনেক দূরে শুষ্ক জায়গা গুলিতেও দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি ভারতের কৃষিজমি এবং শহরের আশপাশ জুড়ে এদের এখন দেখা যাচ্ছে। প্রজাতিটি ক্রমশ শহরের জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

যদিও পাখিটিকে আগে সম্পূর্নরূপে মাংসাশী বলে আমরা

জানতাম। কিন্তু দিল্লিতে তাদের শিমুল গাছের ফুলের মধু খেতে দেখা গেছে। আইবিস গোষ্ঠীর কোনো পাখির বিশ্বের কোথাও এই জাতীয় খাবার খাওয়ার কথা জানা যায়নি।

বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির একজন সংরক্ষন জীব বিজ্ঞানী নেহা সিনহার এক গবেষনা থেকে অন্তত এই চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে। তাতে জানা যায় ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দিল্লীর আফ্রিকা অ্যাভিনিউ এলাকায় নেহা সিনহা পর্যবেক্ষন করে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিছুদিন আগে তার এই পর্যবেক্ষনগুলি আইইউসিএন স্পিসিস সারভাইভাল কমিশনের একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষনায় দেখা গেছে যে,অল্প বয়সীরা পূর্নবয়স্কদের তুলনায় বেশি সময় ধরে শিমুল ফলের মধু খায় ও পরাগ সংযোগের ভুমিকা পালন করে। যদিও এরা জলচর পাখি হিসাবে পরিচিত, তবুও নতুন পরিবেশে নতুন খাদ্যাভ্যাসে এই পাখিগুলি দিব্যি মানিয়ে নিতে পেরেছে,এটাই বড় কথা। যে প্রজাতিরা জলে মাছ বা জলজ প্রানী খেয়ে অভ্যস্ত তারাই কিনা আজ ফুলে চঞ্চু ডুবিয়ে অবলীলায় পরাগ ও মধু সংগ্রহ করছে ! এই অস্বাভাবিক আচরন ভাবা যায় না ! তবু তা বাস্তব। এই মিথক্রিয়া আচরনগুলি খুবই অস্বাভাবিক।

এই আচরন যদিও এখনও পর্যন্ত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে হয়, কেননা কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মুষ্টিমেয় সংখ্যক এই পাখির মধ্যে তা দেখা গেছে। তাই পরিবেশবিদরা মনে করেন যে, একে অপরের কাছ থেকে শিখে এই নতুন অভিযোজিত আচরণ ভবিষ্যতে সাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আইইউসিএন দলের কো-চেয়ার পার্সন ও স্টর্ক, আইবিস এবং স্পুনবিল ইত্যাদি পাখিদের বিশেষজ্ঞ ডঃ গোপী সুন্দর বলেছেন, এটা ঘটনা আইবিস আগে ফুলের মধু খাওয়ার জন্য পরিচিত ছিল না। কিছু প্রজাতি তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতেই পারে,এই নমনীয় স্বভাব দেখা যেতেই পারে। তাই দিল্লিতে একটি নতুন খাদ্য উৎস হিসাবে ফুলের মধু আবিষ্কার করেছে।

নেহা সিনহা বলেছেন, এই পাখিটির মধ্যে মানিয়ে নেয়ার অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে। ইতিমধ্যে অভিযোজিত হয়ে জল থেকে এদের দুরেও দেখা যায়। দিল্লির লোধি গার্ডেনে সাপ শিকার করতে ও মোবাইল টাওয়ারে বাসা বাঁধতে দেখেছি। মনে হচ্ছে এটি ক্রমশ মানিয়ে নিচ্ছে। শহরের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তারা উপলব্ধ সম্পদের উপর নির্ভর করে আচরণ পরিবর্তন করছে।তবে এই নিয়ে আরও পর্যবেক্ষন ও গবেষণা প্রয়োজন।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

শিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা !

নিজস্ব প্রতিবেদন - গরমের সময় গরম হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পড়াশোনা শিকেয় তুলে তীব্র গরমের অজুহাতে দীর্ঘদিন ধরে স্কুল বন্ধ রাখা কতটা যুক্তিসঙ্গত ? গরমের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল গরমের ছুটি ! এখন কি আর গরম নেই যে স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হল ? গরমে তো স্কুল মর্নিং এ হতে পারতো, এখন যেমন হচ্ছে। কিন্তু না,সে সব বিবেচনায় এল না। দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ করে রাখা হল স্কুল। পড়াশোনা তো কিছুই হল না,এরপর তো স্কুল খোলার কিছু দিনের মধ্যেই আবার পরীক্ষা।পড়াশোনা তো দূরের কথা ছেলেমেয়েরা এখন সিলেবাসটাই ঠিক মতো জানতে পারলো না। স্কুল চালু হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এগারো বারো ক্লাসের পড়ুয়ারা হাতে পেল না বই। একদিকে বলা হচ্ছে স্কুলে মোবাইল আনা যাবে না,অন্যদিকে আবার বলা হচ্ছে বই হাতে না পাওয়া পর্যন্ত সংসদের ওয়েবসাইট থেকে বাংলা এবং ইংরেজি বইয়ের পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়তে। ছাত্র ছাত্রীরা পড়েছে উভয় সঙ্কট। স্কুলে মোবাইল নিয়ে গেলেও দোষ, আবার না নিয়ে গেলে বই ছাড়া পড়বে কিভাবে ? ছাত্র ছাত্রীদের যেখানে মোবাইল থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার কথা বলা হচ্ছে সেখানে আবার মোবাইলের দিকেই ঠেলে দেওয়ার অর্থ কি ? কেন এখনও পর্যন্ত পড়ুয়াদের হাতে বই তুলে দিতে পারলো না সংসদ, ইতিমধ্যেই এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পরীক্ষার আগে স্কুলে আদৌ সিলেবাস শেষ হবে কি না সন্দেহ ! যদিও কিছু টিচার আবার নিজের কৃতিত্ব দেখাতে সিলেবাস শেষ করার জন্য পাইকারি হারে পাতার পর পাতা পড়া দিয়ে দেন বলেও অভিযোগ। শেখানোর কোনো তাগিদ নেই। যেকোনো ভাবে সিলেবাস শেষ করতে পারলেই হল। আর এর জন্যই ছাত্র ছাত্রীদের নির্ভর করতে হচ্ছে প্রাইভেট টিউটরের ওপর। সবটাই যদি ছেলে মেয়েরা বাড়িতে পড়বে তাহলে স্কুলে পাঠিয়ে লাভ কি ? এ প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে মানুষের মধ্যে। আবার কিছু স্কুলে কিছু শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে পড়ানোর থেকে মোবাইলটা একটু বেশি ঘাঁটেন, অভিযোগ। অনেকেই বলছেন, নিজের দায়িত্ব পালন না করে ক্লাসে গিয়ে কেবলমাত্র মোবাইল ঘাঁটার জন্য সরকার তো আর শিক্ষকদের মাইনে দিচ্ছে না। স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করলে শিক্ষকরা যেমন কৃতিত্ব দাবি করেন, ঠিক সেভাবেই স্টুডেন্টরা ফেল করলে বা রেজাল্ট খারাপ হলেও সে দায়িত্বও শিক্ষকদের ওপরেই বর্তায়।

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী।

কাশ্মীরে তীর্থযাত্রীদের বাসে জঙ্গী হামলা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - কাশ্মীরে তীর্থযাত্রীদের বাসে হামলার দায় নিল লস্কর-ই-তইবা ! জানা গিয়েছে, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনটির অন্যতম প্রধান শাখা দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। আগামী দিনে এমন আরও হামলা চালানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে জঙ্গি সংগঠনটি। রবিবার সন্ধেবেলা শিব কিশোরী মন্দির থেকে তীর্থযাত্রী বোঝাই বাসটি কাটরার দিকে যাচ্ছিল। এই কাটরা থেকেই বৈষ্ণোদেবীর যাত্রা শুরু হয়। বাসটি রেয়াসিতে (Kashmir) পৌঁছনোর পরেই আশেপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা বেরিয়ে আসে। গুলি চালাতে শুরু করে বাস লক্ষ্য করে। লাগাতার গুলিবৃষ্টির মধ্যে বাসটি পাহাড়ের খাদে পড়ে যায়। ইতিমধ্যেই ১০ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও ৩৩ জন।

কাশ্মীরে যখন এই হামলা হচ্ছে সেই সময়ে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানের সময়টাকেই নিশানা করেছিল জঙ্গিরা। যেন রাজধানী পর্যন্ত বার্তা পৌঁছনো যায়, সেই জন্যই অনুষ্ঠানের সময়ে নাশকতা চালিয়েছে জঙ্গি সংগঠনটি। ঘটনার পরের দিন হামলার দায় স্বীকার করে বার্তা দিয়েছে লস্করের (Lashka-E-Taiba) অধীনস্থ দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট। তাদের আগাম হুঁশিয়ারি, আগামী দিনেও কাশ্মীরের বাসিন্দা এবং পর্যটকদের রক্ত ঝরবে। এই হামলা তো বড়সড় নাশকতার সূচনা মাত্র।

বাজনা, ডিজে বাজিয়ে মাকে শেষ বিদায় জানাল ছেলেরা !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মায়ের শেষ বিদায়ে বাজলো ব্যান্ড,ডিজে,আনন্দ উল্লাসে পরিবারের সকলে মিলে বলতো ঠাকুমা আবার কেউ বলতো দিদা। দিদায় শনিবার শেষ বিদায় নিল এই পৃথিবী ছেড়ে। তবে এ কোন দুঃখের

শেষযাত্রায় শামিল। মালদার মানিকচকের কামালপুর অঞ্চলের ঠাকুরপাড়া এলাকা এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী রইল শনিবার। পাড়ায় কেউ কাহিনী নয়, এ যেন সকলের মাঝে উল্লাস আনন্দের দিন। রাণী মন্ডল, বয়স আনুমানিক ১১০ বছর। চার ছেলে পুত্রবধূ নাতি-নাতনী সহ বিশাল পরিবারকে পৃথিবীতে রেখে আনন্দে চোখ বুঝলেন। তাই পরিবারের সকলে মিলে আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে আবিরের রঙে হরিনাম কীর্তনের মধ্যে দিয়ে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করলো মানিকচক মহাশ্মশানের দিকে। এ বিষয়ে রানী মন্ডলের বড় ছেলে জ্যোতিষ মন্ডল জানান, ''মা'র দীর্ঘায়ুর পথ আজ শেষ হলো। প্রায় একশ দশ বছর মা পৃথিবীকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। গতকালও নিজে স্নান খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে যান। তারপরেই সকালে আজ তিনি পরলোক গমন করেন। তবে আজ সব গল্পের অবসান। মাতৃ বিয়োগ বড় বেদনার, তবুও আমরা আজ খুশি মাকে শেষ বিদায় জানাতে পেরে।''

এবার প্রতিশ্রুতি পূরণের পালা

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালি থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার

ভোটে লিড পেলে তিনমাসের মধ্যে ধনেখালিতে পঞ্চাশ কোটি টাকার গ্রামীণ রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে গুড়াপের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা রেখেছে ধনেখালি। মানুষ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন তৃণমূলকে। ধনেখালি থেকে ৪১৮৮০ ভোটে লিড পেয়েছে রচনা। অভিষেকের কথা মতো তিনমাসের মধ্যে ধনেখালিতে পঞ্চাশ কোটি টাকার গ্রামীণ রাস্তার কাজ শুরু হয় কি না সেটাই এখন দেখার।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বাংলা বোর্ডের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্রকাশিত হল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল। প্রথম বাঁকুড়া জেলা স্কুলের কিংশুক পাত্র। দ্বিতীয় হয়েছে কল্যাণীর শুভ্রদীপ পাল। তৃতীয় হয়েছেন বিভাসন বিশ্বাস। নদিয়ার বিভাসন আইএসসিই বোর্ডের পড়ুয়া। চতুর্থ স্থানে আছে শিলিগুড়ির ইরাদ্রি বসু খন্ড । পঞ্চম স্থানে সাউথ পয়েন্টের ময়ূখ চৌধুরি। ষষ্ঠ স্থানে হুগলির ঋতম ব্যানার্জি। মেধাতালিকায় প্রথম দশের মধ্যে চার জন রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। চার জন সিবিএসই বোর্ডের। প্রসঙ্গত, প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পড়ুয়া। এবার পরীক্ষার্থী ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৯২। পাশের হার ৯৯.৫৩ শতাংশ।

সবুজায়নের লক্ষ্যে পদযাত্রা বর্ধমান শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা - পরিবেশের সুরক্ষা একমাত্র দিতে পারে বৃক্ষ,আর

সুরক্ষিত স্নিগ্ধ পরিবেশই একমাত্র হতে পারে সুস্থ জীবন যাপনের মাপকাঠি। ''সবুজ মানে সৃষ্টি/সবুজ মানে কাঁচা/সবুজ মানে নির্মল প্রকৃতিতে/সুস্থ শরীরের বাঁচা'', এই স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ সুরক্ষায় মানুষকে সচেতন করতে সবুজের অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালো বর্ধমানের ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রায় আড়াইশো জন ছাত্রছাত্রী,শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'শ্রী- সবুজের অভিযান' এর সদস্যবৃন্দ।বৃহস্পতিবার ইকরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং শ্রী - সবুজের অভিযান - এর যৌথ উদ্যোগে বর্ধমান শহরের কেশবগঞ্জ চটি থেকে শুরু হয়ে রাজ কলেজ মোড় এবং সেখান থেকে পুনরায় কেশবগঞ্জ চটি এলাকা পর্যন্ত একটি জনসচেতনতা মূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হলো। র‍্যালি চলাকালীন চার লাইনের সবুজ স্লোগান সহ লিফলেট বিতরণ করা হলো শহরবাসীদের। সবুজায়নের লক্ষ্যে সামাজিক কর্তব্য পালনে পরিবেশের প্রতি সুবিচারের মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হল শহরবাসীকে।

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

নব নির্বাচিত দলীয় সাংসদদের সঙ্গে কালীঘাটে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট মিটতেই আবারও ফাঁসির ঘাটে সেতুর দাবিতে সরব তোর্সা পাড়ের বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রতিবছর বাঁশের সাঁকো দিয়ে তোর্সা নদীর উপরে ফাঁসির ঘাট পারাপারের ব্যবস্থা করেন দুই পাড়ের বাসিন্দারা। আবার প্রতিবছর বৃষ্টির মৌসুমে সেই সেতু নদীর জলের তোড়ে ভেসে যায়।এই বছরও তার অন্যথা হয়নি। বেশ কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে ফাঁসির ঘাটের অস্থায়ী সাঁকো। এই সাঁকো মূলত ব্যবহার করেন কোচবিহার শহরে কাজে আসা দিনমজুরদের একাংশ। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ এই সাঁকোর উপরে ভরসা করে নিজেদের দৈনিক রুজি রুটির ব্যবস্থা করেন। কোচবিহার ১ নং ব্লকের টাপুরহাট,শুটকাবাড়ি, পানিশালা,পাঠছড়া,চান্দামার,চিলকির হাট এলাকার প্রচুর মানুষ এই সাঁকোর উপরই ভরসা করেন।কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে গেছে অস্থায়ী সেই সাঁকো। তাই প্রায় ১১ কিলোমিটার ঘুরপথে কোচবিহার শহরে আসতে হচ্ছে তাদের। শুধু দিনমজুর নয়, কোচবিহার শহরে বা শহর সংলগ্ন বাজার গুলিতে যে সবজি পাওয়া যায়,তার বেশিরভাগ আমদানি হয় এই গ্রামগুলি থেকেই। ১১ কিলোমিটার ঘুরে আসার কারণে কাঁচামালের ওপরে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।যে কারণে কিছুটা হলেও দামে হেরফের হচ্ছে সবজির।দীর্ঘদিন থেকেই এই ফাঁসির ঘাট সেতুর দাবি উঠে আসছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় লাভের পরে আরও একবার এই দাবি প্রকাশ্যে আসলো।নতুন নবনির্বাচিত সাংসদের কাছে এলাকার বাসিন্দারা দাবি জানিয়েছেন অবিলম্বে একটি সেতু তৈরির ব্যবস্থা করা হোক এই ফাঁসির ঘাট দিয়ে।যার ফলে কোচবিহার শহর এবং টাপুর হাটের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হবে। সাধারণ মানুষের উপকার হবে।বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন কোচবিহারের নবনির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

মানুষ। ধর্মীয় বিভেদ মূলক রাজনীতি বাংলায় অচল।

- অধীর চৌধুরীকে পরাজিত করে বহরমপুরে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান।
- তমলুকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।
- আরামবাগে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ।
- বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার।
- শ্রীরামপুরে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি।
- তীব্র তাপ প্রবাহের কারণে প্রাথমিকে শুরু হল মর্নিং স্কুল। হাইস্কুলেও সময় বদলানোর সুপারিশ করল রাজ্য।
- অনেক প্রাথমিক স্কুলে টিচাররা সময়ে যাওয়া আসা করেন না,অভিযোগ। স্কুলে নেই কোনো সারপ্রাইজ ভিজিট। স্কুল ইন্সপেক্টর পদটা আছে না উঠে গেছে সেটা তো এখন বোঝাই যায় না।
- মোদীর নেতৃত্বাধীন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের মন্ত্রীসভায় নেই একজনও মুসলিম মন্ত্রী ! বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ তে নেই একজনও মুসলিম এমপি !
- পূর্ববর্ধমানের কেতুগ্রামে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩ বাইক আরোহী। কেতুগ্রামের বাদশাহী রোডে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ৩ জনের।
- গুড়বাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ টি বুথের মধ্যে খানপুর ১১ নং বুথ থেকে সবচেয়ে বেশি ভোটে লিড পেয়েছে তৃণমূল। ভুল ত্রুটি শুধরে একুশের হারা ৬টি বুথের মধ্যে ৪টি বুথও পুনরুদ্ধার করল তৃণমূল।
- যে সব তৃণমূল বিধায়ক তাঁর বিধানসভা থেকে লিড দিতে পারেন নি ছাব্বিশের নির্বাচনে তাঁরা আদৌ কি আর টিকিট পাবেন,এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।
- হারা বুথের সভাপতি এবং হারা অঞ্চলের সভাপতিদের কি এবার পদ থেকে সরিয়ে দেবে তৃণমূল,বাড়ছে জল্পনা।
- একুশের ঘাটতি চব্বিশে পুষিয়ে দিল ধনেখালির দশঘরা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। একুশের হারা ৭ টি বুথের মধ্যে ৫ টিতেই লিড পেল তৃণমূল।
- ধনেখালি বিধানসভার ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মান্দড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সর্বোচ্চ ভোটে লিড পেল রচনা ব্যানার্জি।
- বাতিল গ্রেস নম্বর। ১৫৬৩ পরীক্ষার্থীকে আবার দিতে হবে নিট।
- নিট ইউজি পরীক্ষায় ভয়াবহ দুর্নীতি এবং স্নাতকে ভর্তির নির্দেশিকা প্রকাশে সরকারি টালবাহানার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ডিএসও'র বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার সল্টলেক করুণাময়ী চত্বরে। করুণাময়ী মোড় থেকে মিছিল করে বিকাশ ভবনের দিকে যাওয়ার সময় পুলিশ মিছিল আটকাতেই শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি। এরপরেই পুলিশ তাঁদের জোর করে প্রিজন ভ্যানে তোলে বলে অভিযোগ।
- মানুষের জন্য কাজ করুন। কাজ করতে না পারলে পদ থেকে সরে যান, জনপ্রতিনিধিদের কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
- গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশন এবং সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে গুড়াপ রমনীকান্ত ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গনে ১৯ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে বইমেলা ২০২৪, চলবে ২২ জুন পর্যন্ত, প্রত্যহ দুপুর ১২ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত।

পৌরাণিক ঘটনার সাক্ষী বীরভূমের বক্রেশ্বর !

নিজস্ব সংবাদদাতা - এত স্থানের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এমন স্থান যেখানে একই জেলাতে পাঁচটি সতীপীঠ রয়েছে। লাল মাটির দেশ

বীরভূমকে বলা চলে মা কালীর চারণভূমি। কংকালীতলা, বক্রেশ্বর , নলাটেশ্বরী , ফুল্লরা , নন্দিকেশ্বরী এই পাঁচটি সতীপীঠ রয়েছে বীরভূমে। একমাত্র বীরভূমেই পাঁচটি সতীপীঠ রয়েছে। দক্ষযজ্ঞের আগুনে আত্মঘাতী হয়েছিলেন সতী। যার ফলে দেবী সতীর দেহ ৫১ টি খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। মহাদেবের অমতে দক্ষ রাজাকে বিয়ে করেছিলেন দেবী সতী। রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন দক্ষরাজা। সেই যজ্ঞের আগুনে আত্মঘাতী হন সতী। সেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন দেবাদিদেব। তাঁর এই প্রলয় নৃত্য দেখে ভয় পেয়ে যান সকলে। ভগবান বিষ্ণু পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার থেকে বাঁচানোর জন্যে পাঠিয়ে দেন সুদর্শন চক্র। যার ফলে দেবী সতীর দেহ ৫১ টি খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায়। সেই সব কটি জায়গাকে সতীপীঠ বলা হয়। সতীর প্রত্যেকটি পীঠ হিন্দু ধর্মে পরম পবিত্র বলে মানা হয়। তবে মায়ের ইচ্ছা অনুসারে প্রতি ১৯-২০ বছর অন্তর একবার করে শুকিয়ে যায় কুণ্ডটি। আর ঠিক সেই সময় যেকোনও কারণেই হোক বন্ধ হয়ে যায় মণিকর্ণিকা ঘাটও। আবার পুজো পাঠের পরে রাতারাতি জলে ভরে যায় কুণ্ডে। ৫১ সতী পীঠের অন্যতম বীরভূমের বক্রেশ্বর। ঋষি অষ্টবক্র মুনির নামানুসারে এই জায়গার নাম হয় বক্রেশ্বর। সতীর দুই ভ্রু-র মধ্যস্থল অর্থাৎ মন পড়েছিল এখানে। মা এখানে মহিষমর্দিনী দুর্গা রূপে পুজিত হন। তাই প্রতি বছর এখানে ধুমধাম করে দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী, একদিন কোহল মুনি বেদ পাঠ করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর সামনে বসে পাঠ শুনছিলেন তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী গার্গী। সেই সময় হঠাৎই গার্গীর গর্ভের সন্তান পেটের ভেতর থেকে মুনির বেদ পাঠে ভুল ধরেন এবং তাতেই রেগে গিয়ে স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অভিশাপ দেন তিনি। এরপর গার্গী, সন্তান প্রসব করলে তার আট অঙ্গ বাঁকা হয়। সেই সন্তানই পরে হয় অষ্টবক্র মুনি। এই অষ্টবক্র মুনি এই জায়গায় হাজার হাজার বছর তপস্যা করে মহাদেবের দর্শন পেয়েছিলেন। মহাদেবের নির্দেশমতো ৮ জায়গায় মাটি খুঁড়ে শরীর লেপন করেন এবং দিব্যাঙ্গ রূপ পান অষ্টবক্র মুনি। সেই থেকেই এই জায়গার নাম বক্রেশ্বর। আজও বক্রেশ্বরে ৮ টি কুণ্ড আছে, যেখানে সারা বছর চলে উষ্ণ প্রস্রবণ। বিশ্বাস করা হয় সেখানে স্নান করলে মুক্তি মেলে নানা রোগ থেকে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com